গবেষণায় প্রমাণিত বাংলাদেশে নকল ডিমের অস্তিত্ব নেই

দেশি মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা ১৩৪১

ভূমিকা

মানুষের প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকার অন্যতম একটি উপাদান হলো ডিম। সহজলভ্য এবং স্বল্পমূল্যে গুণগত মান সম্পন্ন প্রোটিন বা আমিষের চাহিদাপূরণে বিশ্বব্যাপী ডিম সমাদৃত। ডিমের পুষ্টিমানের গুণগত দিক বিবেচনায় রেখে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের মানুষ বছরে প্রায় ৩৫০টিরও অধিক ডিম খেয়ে থাকে (ইন্টারন্যাশনাল এগ কাউন্সিল, ২০১৬)। প্রতিদিন একটি করে খাওয়া সবচেয়ে উত্তম, তবুও বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতা বিবেচনা করে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বছরে নূন্যতম মাথাপিছু কতটি ডিম খেতে হবে তার একটি একটি নির্দেশনা প্রদান করেছে। এফএও-এর মতে বাংলাদেশের মানুষের বছরে নূন্যতম ১০৪টি তথা সপ্তাহে কমপক্ষে ২টি ডিম খাওয়া প্রয়োজন। আশার কথা হচ্ছে, দেশের দ্রুত বিকাশমান পোল্ট্রি শিল্পের অভাবনীয় উন্নতির কারণে ডিমের মাথাপিছু চাহিদা পুরণে খুব বেশি দেরি নেই। এখন দেশের মানুষ বছরে গড়ে প্রায় ৬৬টি ডিম খেয়ে থাকে (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ২০১৬) এবং দিন দিন এই সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পোল্ট্রি শিল্পের বর্তমান প্রবৃদ্ধি ২০ শতাংশের বেশি। এই শিল্পের ক্রমাগত উন্নয়নের ধারা দেখে এটা সহজেই অনুমেয়, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই জাতিসংঘের বেধে দেয়া সীমা অতিক্রম করা সম্ভব হবে।

নকল ডিম/চায়না ডিম

সম্প্রতি 'নকল ডিম/চায়না ডিম' নামে বাংলার বাতাসে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। এক শ্রেণির অসাধু ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে গুজব ছড়ানোর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। এমনকি কিছু তথাকথিত অনলাইন সংবাদ মাধ্যমও এসব গুজবের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরণের মনগড়া গল্প ছড়াচ্ছে, যা জনমনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। দেশের শিক্ষিত সমাজও আজ বাজার থেকে ডিম কিনে খেতে দ্বিধান্বিত হচ্ছে। এমনকি 'নকল ডিম/চায়না ডিম' থেকে বাঁচতে অনেকে ডিম খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন, যা বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য-মেধাবী জাতি গঠনের মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে চরম হুমকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বিএলআরআই এর উদ্যোগ

এসব বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তির পথ থেকে সরিয়ে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য দেশের একমাত্র প্রাণিসম্পদ বিষয়ক জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)' এর পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ বাজারে 'নকল ডিম/চায়না ডিম' এর অস্তিত্ব প্রমাণে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত যেমন, সীমান্ত স্থল বন্দর, বিভাগীয় শহর, ঢাকাস্থ বিভিন্ন পোল্ট্রি মার্কেট থেকে